بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (২০ এপ্রিল ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২০ এপ্রিল ২০১২-এর (২০ শাহাদত, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

আজকেও আমি সম্মানিত সাহাবাদের কিছু ঘটনা বর্ণনা করব। প্রথমে এমন ঘটনাবলী থাকবে যাতে তাঁদের দৃঢ়চিত্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

হযরত মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ খাঁন সাহেব যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেই বয়আত করেছিলেন, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয় নি তিনি বলেন, যে বছর জাফর ওয়াল তহসিলে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয় সে বছর ক্লার্ক হিসেবে শিয়ালকোট থেকে জাফর ওয়ালে আমার বদলী হয়। সকাল বেলা তালওয়ান্ডি এনায়েত খাঁন নিবাসী চৌধুরী মোহাম্মদ হোসেন সাহেব আমাকে বললেন, তুমি কি হযরত ঈসা (আ.) জীবিত আকাশে আছেন বলে বিশ্বাস কর? আমি বিজ্ঞানের আলোকে বললাম, না। আমার হৃদয়ে কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব ছিল না। তিনি বললেন, কাদিয়ানের মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব দাবী করেছেন, যে মসীহ্র আগমনের কথা ছিল তিনিই সেই মসীহ্ এবং বণী ইসরাঈলী মসীহ্ মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তখনই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনে বয়আতের চিঠি লিখে পাঠালাম। তারপর চাকরীর কারণে প্রথমে করাচী তারপর আফ্রিকা চলে যাই। আমার পিতা অ-আহমদী ছিলেন। আমার বয়আতের সময় তিনি মোটেই বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু তিনি নিজ এলাকায় একজন নেতৃস্থানীয় ওহাবী ছিলেন। অন্যেরা তাকে উত্তোজিত করে যে, তোমার ছেলে মির্যায়ী (কাদিয়ানী) হয়ে গেছে। ১৯১১ সালে আমার পিতা আমাকে লিখলেন, আমি যা বলছি তা হযরত সাহেবকে লিখে দাও। যদি না লিখ তাহলে আমি তোমাকে আমার সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করব। সে সময় আমি কেনিয়ার সুলতান হামুদ স্টেশনে স্টেশন মাস্টার ছিলাম। আমি আট দশদিন ঐ চিঠি কাছে রাখলাম। এক রাতে ইশার নামাযের পর আমি আমার স্ত্রীকে চিঠির কথা বললাম। আমার স্ত্রী একেবারেই নিরক্ষর ছিলেন। আমার স্ত্রী বললেন, 'এরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মাহ্দী মানতে প্রস্তুত নয় কিন্তু আমাদেরকে কেন বলে যে, তাঁকে মন্দ কথা বল? আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ উপার্জনের ব্যবস্থা) অতএব এদিক থেকেও চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনি তাঁকে লিখে দিন, আমরা এর জন্য মোটেও প্রস্তুত নই। আপনি যদি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত

করতে চান করতে পারেন।' আমিও সে ভাবেই লিখে পাঠালাম। আমার পিতা আমাকে লিখলেন, 'তুমি আমার একমাত্র পুত্র সন্তান, তুমিই আমার উত্তরাধিকারী। আমি অন্যের উস্কানীতে অমনটি লিখেছিলাম।' আমি আবারো আমার পিতাকে একই কথা লিখলাম। কিন্তু বাবার পক্ষ থেকেও একই উত্তর পেলাম।

আমি ছুটিতে দেশে আসলাম। একদিন সকাল প্রায় ৯টার সময় আমি, ভাই মোহাম্মদ হোসেন সাহেব এবং ভাই মোহাম্মদ আলম সাহেব আব্বার সাথে মতবিনিময় করছিলাম। খুব উত্তপ্ত বিতর্ক চলছিল। আমার আব্বা বললেন, 'আমি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে ঐ সময় থেকে চিনি-জানি, যখন তিনি শিয়ালকোটে চাকরীরত ছিলেন। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতাম। তিনি খুবই পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। আমার মনে আছে, একবার আমার উপস্থিতিতে শিয়ালকোটের পূর্ব্বাঞ্চলের কোন এক গ্রাম্য ব্যক্তি হযরত মির্যা সাহেবের কাছে এসে বলল, [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সাধারণত মির্যা জ্বী বা মির্যা সাহেব বলা হত] 'আমি মনে করি, আপনিই সে-ই মাহদী যার আগমনের ভবিষ্যবাণী রয়েছে।' তখন হযরত মির্যা সাহেবের বয়স ২০ অথবা ২২ বছর ছিল। আর আমার বয়সও প্রায় তেমনই ছিল। তিনি বলেন, আমার পিতা যখন এ কথা বললেন, তখন আমি বললাম, আপনার সামনে দাঁড়িয়ে সেই জমিদার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে এমন কথা বলেছে! আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আপনার জন্য এ বিষয়টি তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু আমার পিতা বললেন, মির্যা সাহেব সত্য হলেও আমি তাঁকে মানব না।' এ কথা শুনে আমরা ইস্তেগফার পড়তে পড়তে সে স্থান থেকে উঠে চলে গেলাম।

হযরত শেখ আব্দুর রশীদ সাহেব বর্ণিত আরেকটি ঘটনা রয়েছে তিনি বর্ণনা করেন, মৌলভী মুহাম্মদ আলী বোপাড়ী বাটালা এসেছিল আর আমাদের বাড়িতে তার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং আমার পিতা-মাতা আমাকে বাড়ি থেকে পূর্বেই বের করে দিয়েছিলেন। একদিন আমার বাবার বন্ধু মেহের রালদুর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে বলেন, আমার সাথে চলো— মৌলভী মুহাম্মদ আলীর সাথে কথা বলে আমরাও জেনে নেই তিনি কি বলতে চান? অর্থাৎ অ-আহমদী মৌলভী মুহাম্মদ আলী ও তাঁর মাঝে বাহাস করাবেন এবং দেখবেন সে কি বলে। সে দিনগুলোতে আমার উদ্যম ও উচ্ছাস ছিল প্রবল। তখনই আমি তার সাথে মৌলভী মুহাম্মদ আলীর কাছে গেলাম। তার সাথে সাক্ষাতের পর মৌলভী সাহেব বলতে লাগলেন, মেহের রালদু! এই কাফিরকে আমার সামনে কেন এনেছো? এ কথাটি মেহের রালদু সাহেব ও আমার কাছে অসহ্য মনে হলো। কিন্তু আমি বিষয়টি তার সামনে স্পষ্ট করতে চাইলাম। মেহের রালদু সাহেবও আমার কথা সমর্থন করে বললেন, এই ছোট্ট ছেলেকেই যদি বুঝাতে না পারেন তবে অন্য মির্যায়ীদের কীভাবে বুঝাবেন? এ ছেলেই যদি আপনার কাছে বুঝতে না পারে তবে আর কে বুঝবে? এ কথা বলায় সে كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ-এর হাদীসটি পড়া শুরু করল এবং নিজেই ওয়াজের সুরে এর ব্যাখ্যা করা আরম্ভ করল। সে যখন অনেক সময় নিয়ে নিল আমি বললাম, আমারও কিছু কথা শুনুন। কেননা এ হাদীসের শব্দগুলো প্রমাণ করে এটি একটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হাদীস। এ বিষয়ে তার সাথে আমি জেরা আরম্ভ করলাম, আমার প্রশ্নে সে বিরক্ত হয়ে গেল। এ হাদীসটি বুখারীর কিন্তু মুসলিম ও মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলেও আছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, এর শব্দগুলো হল, كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ অর্থাৎ তোমাদের অবস্থা তখন কেমন হবে যখন ইবনে মরিয়ম অর্থাৎ মাসীলে মসীহ্ বা মসীহ্‌র প্রতিচ্ছবি আবির্ভূত হবেন, যিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদেরই ইমাম হবেন। যেভাবে আমি বলেছি, অন্য আরেকটি বর্ণনায় এটিও আছে, তোমাদের মধ্যে থেকে হবার সুবাদে তিনি তোমাদের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সেই মৌলভী এ হাদীসটিই উল্লেখ করেছিল কিন্তু আমি তাকে

বলেছি, তুমি ভুল ব্যাখ্যা করছ। পরে আমি مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ অর্থাৎ মসীহ্ ইবনে মরিয়ম একজন রসূল মাত্র। এবং এরপর وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ অর্থাৎ মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছু নন। আয়াতদ্বয় উপস্থাপন করি তারপর **'কামা ক্বালা আব্দুস সালেহ্'** অর্থাৎ তখন আমিও পুণ্যবান বান্দার ন্যায় বলবো— হাদীসটি পড়ি। এটিও একটি দীর্ঘ হাদীস; এর ব্যাখ্যা যখন একটু বিস্তারিত বর্ণনা করলাম তখন সে খুব অস্থির হয়ে গেল এবং রাগে ও ক্ষোভে গজগজ করে মেহের রালদু সাহেবকে সম্বোধন করে বলল, আমি তোমাকে বলি নি সে সোজা হবে না? মির্যায়ীরা খুব কট্টর ও বেয়াদব হয়ে থাকে। আমি আর কোন কথা বলবো না। ফলে মেহের রালদু সাহেবও খুব লজ্জিত হলেন, তার চেহারায়ও লজ্জার ছাপ সুস্পষ্ট ছিল কেননা মৌলভী কোন যৌক্তিক উত্তর দিতে পারছিল না এবং আমাকে বুঝাতেও পারছিল না। যাহোক আমরা উঠে চলে আসলাম। মেহের রালদু সাহেব আমার পিতাকে বললেন, মৌলভী মুহাম্মদ আলী আব্দুর রশীদকে ভালভাবে বুঝাতে পারে নি বরং সে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছে, অল্প বয়স্ক কিন্তু পরে বুঝে যাবে। আজও অবস্থা একই তাদের অর্থাৎ অ-আহমদীদের মৌলভীরা যতটা জ্ঞান রাখে আল্লাহ্‌র কৃপায় আমাদের শিশুকিশোররাও অনুরূপ জ্ঞান রাখে। বরং আমাদের (বাচ্চাদের) জ্ঞান তাদের মৌলভীদের চেয়ে বেশি। তারা বাচ্চাদের সাথেও পারে না। কিন্তু নির্লজ্জতার তো কোন ঔষধ নেই। আমার মনে পড়ে, জনাব সাকেব জিরভী সাহেব লিখেছিলেন, কয়েক দশক পূর্বে আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারী নামে একজন মৌলভী ছিলেন, তিনি এক জায়গায় বক্তৃতা করছিলেন। তিনি বলেন, আমার কাছেও খবর আসলো। কেননা ঘটনাক্রমে আমি তখন উক্ত এলাকায় অবস্থান করছিলাম। ইনি অর্থাৎ আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারী বড় নামকরা আলেম ছিলেন। আর মৌলভী সাহেব বলছিলেন, **'যদি খোদা তা'লাও আমাকে এসে বলেন যে, মির্যা সাহেব সত্যবাদী তবুও আমি তাকে মানব না'**। অতএব এই হল তাদের ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ।

আরো একটি ঘটনা হলো, আলী মোহাম্মদ সাহেব হযরত মওলানা আবুল হাসান সাহেবের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি অতি উচ্চ মানের আলেম ছিলেন। হযরত আকদাস (মসীহ মওউদ আ.)-এর নাম এবং বাণী পুরো ডেরাগাযী খাঁন জেলায় তাঁর মাধ্যমেই পৌঁছেছে। বিরোধীরা তাঁকে অনেক কষ্ট দিয়েছে কিন্তু তিনি খুবই অবিচল ছিলেন। কখনো তিনি কোন বিরোধিতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি। সর্বদা তবলীগে নিয়োজিত থাকতেন এবং কষ্ট সহ্য করেছেন। হযরত হাফিয গোলাম রসূল সাহেব উজিরাবাদী বলেন, একবার আমি বিরোধিতার কঠোরতায় অতিষ্ঠ হয়ে কাদিয়ান চলে আসি। তখন হুযূর (আ.) বলেন, হাফিয সাহেব! আপনি কেন ভীতিগ্রস্থ। সে সময় হুযূরের বাচনভঙ্গি থেকে প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, হুযূর আমাকে কিছু আর্থিক সাহায্য করতে চান। কিন্তু আমি তেমন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসি নি, অর্থাৎ আমি তখন সে উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকাশে উপস্থিত হই নি। আমার উদ্দেশ্য ছিল, আত্মার প্রশান্তি লাভ এবং বিরোধীদের বিরোধিতায় হৃদয়কে সন্ত্রস্ত হওয়ার উর্ধ্বে রাখার শক্তি লাভ করা। কেননা নবীর পবিত্রকরণ শক্তির মাধ্যমে তাঁর সংস্পর্শে মানুষ এক প্রকার আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করে। মোটকথা তিনি বলেন, আমি আমার হৃদয়কে দৃঢ় করার লক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মজলিসে উপস্থিত হয়েছিলাম। প্রত্যাদিষ্টদের কাছে অর্থ লাভের উদ্দেশ্যে যাওয়া উচিত নয় বরং যথাসাধ্য তাদের সমীপে কিছু না কিছু উপঢৌকন স্বরূপ পেশ করা উচিত। হুযূর আমার জন্য অনেক দোয়া করেন এবং অতি সান্ত্বনামূলক উপদেশ বাণীর মাধ্যমে আমার হৃদয়কে প্রশান্ত করলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার হৃদয়ে হুযূরের সত্যতার ব্যাপারে এক মিনিটের তরেও কোনরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হয় নি।

হযরত বাবু আব্দুর রহমান সাহেব বর্ণনা করেন, আমার বিনয় ও দ্বীনতার কারণে আমার সকল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং মহল্লার লোকজন ও শহরবাসীরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল এবং আমার প্রশংসা করত। কিন্তু আমার বয়আতের সংবাদ শুনে হঠাৎ করে পিতৃকূলের আত্মীয়স্বজন যাদের সবাই খোদা তা'লার কৃপায় আমার সাথে বয়আত করেছিল তারা ছাড়া বাকী আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মহল্লাবাসী সবাই ক্ষেপে যায় এবং আমার শত্রু হয়ে যায়। আর নবীদের জামাতের সাথে এরূপ আচরণই হয়ে থাকে। নবীদের সাথে এমন আচরণ করা হলে তাঁদের অনুসারীদের সাথেও অনুরূপ আচরণ হতেই পারে। সবাই তাদের ও শত্রু হয়ে যায়। যারা প্রশংসা করত তারাই শত্রু হয়ে যায়। অথচ তারা এ কথাও বলে যে, সে পুণ্যবান, বড়ই পুণ্যবান। আমি পূর্বেও দু'একবার হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ মাযহার সাহেব সম্পর্কে শুনিয়েছিলাম, একবার আমি ফয়সালাবাদের একটি গ্রামে যাই। সেখানে অ-আহমদীরা বসে ছিলো। তারা তাঁর খুব প্রশংসা করছিল, এমন নেক, পুণ্যবান এবং খোদাভীরু মানুষ, সঠিক ও সত্য কেস গ্রহণকারী ও সত্যবাদী উকিল আমরা আর দেখিনি। কিন্তু তার একটা দোষ, আর তা হল, সে কাদিয়ানী। অতএব তাদের দৃষ্টিতে এটিই সবচেয়ে বড় ।

যাহোক ইনি বলেন, সবাই আমার শত্রু হয়ে এবং আমাকে বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দেয়া ও নির্যাতন আরম্ভ করে। কখনো শালিস বসতো, কখনো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন হুক্কা-পানি ইত্যাদি বন্ধ করে দিত, কখনো মৌলভীদেরকে ডেকে আমাদের বিরুদ্ধে ওয়াজ মাহফিল করাতো এবং আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব আর জনগণকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতো। একজন দুধ বিক্রেতা আমাদের সাথে ছিল। তার থেকে দুধ নেয়া বন্ধ করে দিল।শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো বন্ধ করে দিল আর আত্মীয়তাকরা বন্ধ করে দিল এবং লোকদেরকে বলত, যদি কেউ কাদিয়ানীদের বাড়ীর নিচ দিয়ে যায় তবে সে-ও কাফির হয়ে যাবে। খোদা তা'লার লীলা দেখুন! আল্লাহ্ তা'লাও কীভাবে প্রতিশোধ নেন। তিনি বলেন, যে মৌলভী মানুষকে উপদেশ দিয়ে বেড়াতো, সে-ই আমার ঘরে এসে খাবার খেতো। অর্থাৎ নসীহত করতো এক রকম আর করতো তার বিপরীত। মানুষ মৌলভীর এমন কর্ম দেখে খুবই লজ্জিত হল। এরপর বলেন, বয়আত করার পর আমরা নামায জামাতের সাথে পড়তাম, যেহেতু অ-আহমদী ইমামদের পিছনে নামায পড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম, হয় একা নামায পড়তাম অথবা নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে ইমাম বানিয়ে নিতাম। এ কারণে মহল্লাবাসী ঝগড়া-বিবাদ শুরু করে দিল। আমরা ঝগড়া-বিবাদ এড়ানোর জন্য মসজিদে নিজেদের পৃথক ইমামের পিছনে নামায পড়া ছেড়ে দিলাম বরং নিজেদের বাড়িতে বাজামাত নামায পড়তাম। তিনি বলেন, যে ঘরটি আমি ভাড়ায় নিয়েছিলাম সে বাড়িটিও নামায পড়ার অপরাধে বাড়ির মালিক খালি করিয়ে নিল। এরপর অন্য একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানে বাজামাত নামায পড়া শুরু করে দিলাম। তিনি বলেন, আমরা মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্যে রমযান নামে একজন আহমদীর নিকট থেকে কিছু জমি সহ তিনটি দোকান ক্রয় করে নিলাম। আর তখন একজন আহমদী ডাক্তার বাশারাত সাহেব সেখানে বিভাগীয় সহকারী সার্জেন্ট হিসাবে বদলি হয়ে আসেন। ডাক্তার সাহেবের আগমনের ফলে জামাত শক্তি লাভ করল। তিনি উদ্দীপ্ত একজন মানুষ ছিলেন। মাগরিব, ইশা ও ফজরের নামায বাজামাত দোকানে পড়তেন। ডাক্তার সাহেবকে আমাদের ইমাম বানিয়ে নিতাম। দোকান সড়কের পাশেই অবস্থিত ছিল। কোন ধরনের ভয়-ভীতি ছাড়াই তিনি দোকানে আসতেন এবং বাজামাত নামায পড়াতেন। ডাক্তার সাহেব সর্বদা তবলীগে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি আবেগের সাথে বলতেন, আমার মন চায়, একটি কাপড়ে বড় বড় অক্ষরে **"ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন"** লিখে নিজের বুকে কোটের উপর ঝুলিয়ে ঘোষণা দিতে থাকি যে, ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন।

হযরত শেখ আতাউল্লাহ্ সাহেব (রা.) বলেন, আমি আমার বয়আতের মঞ্জুরী কাদিয়ান থেকে পত্র মারফত লাভ করি এবং সাথে জামাতের কিছু পুস্তকাদিও , আমাদেরকে প্রেরণ করা হয় যার মাঝে আল্ হাকাম পত্রিকাও ছিল । আমরা তা প্রচার করেছি। লোকদের মাঝে চর্চা হয় এবং চর্চার পর বিরোধিতার বাজার খুবই গরম হয়ে

উঠে। বিভিন্ন স্থানে সভা-সমাবেশ হতে থাকে। উক্ত জলসাগুলোতে আমাদেরকে ধরে ধরে জোর করে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেত এবং তওবা করতে বাধ্য করা হত। (বলা হত) বলো, মির্যা সাহেব মিথ্যাবাদী, আমরা এখন আর তার মুরিদ নই। তিনি বলেন, দুর্বল চিত্তের যারা ছিল তারা স্খলিত হতে থাকল, কঠোরতা সহ্য করা দুরূহ ছিল তাদের জন্য। তাদের মাঝে অবিচলতা ছিল না আর ধীরে ধীরে অবস্থা এরূপ দাঁড়ালো যে, হযরত হাফিয সূফী তাসাউর হুসাইন সাহেব এবং শেখ সাদুল্লাহ্ সাহেব যিনি সূফী সাহেবের মুরিদ ছিলেন আর এ অধম অবশিষ্ট ছিল আর অন্য সবাই শত্রুর অত্যাচারের ভয়ে ফিরে গেল। তখন তিনজন ব্যতিরেকে অন্য সবাই আহমদীয়াত পরিত্যাগ করল। কঠোরতা সহ্য করতে পারলো না। কিন্তু তারা (তিনজন) নির্যাতন সহ্য করেছেন, দৃঢ়তা ও অবিচলতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি লিখেন, সূফী সাহেবকে আল্লাহ্ তা'লা দৃঢ়চিত্ততা দান করেছিলেন। তিনি কাদিয়ানে পৌঁছে নবুয়তের জ্যোতি থেকে অংশ লাভ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ আর সবিশেষ প্রজ্ঞা আমার হৃদয়কে অদৃশ্য থেকে আলোকিত করেছে। সূফী সাহেব কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখে এসেছিলেন, তাঁর ইমান দৃঢ় ছিল, কিন্তু আমি তখনো (কাদিয়ান) যাই নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন এবং আমার হৃদয়কে আলোকিত রেখেছেন। নিজ শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোকিত করেছেন। আমার উপর বিরোধিতার কোনরূপ প্রভাব পড়ে নি। না-ই আমি তাদের চাপের সামনে নতি স্বীকার করেছি বরং তারা যত চাপ দিত ও ভয় দেখাত আমার ঈমান আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও দয়ায় আরো সুদৃঢ় হত। তাদের তওবা করানোর দাবী এই বলে প্রত্যাখ্যান করতাম, আপনারা কোন বিষয়ে তওবা করাবেন?

আর একটি ঘটনা হল, হযরত মিয়াঁ আব্দুল মুজীব খাঁন সাহেবের। তিনি বলেন, একবারের ঘটনা, বিরুদ্ধবাদীরা একটি বড় সমাবেশ করে বেশ হৈ-চৈ সৃষ্টি করেছে, আলোড়ন সৃষ্টি করেছে আর তাদের শত্রুতা ও বিদ্বেষের কেন্দ্রবিন্দু ছিলাম আমি। অর্থাৎ হযরত মিয়াঁ আব্দুল মুজীব খাঁন সাহেব। তাঁকে সব ধরনের বিরোধিতার লক্ষবস্তু বানিয়েছে। তারা আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাবাদি এনেছে। বয়কটের ভয় দেখানো হয়েছে, পুলিশকেও আমার বিরুদ্ধে উস্কানো হয়েছে। আর আমাকে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী এবং বিদ্রোহী আখ্যা দিয়ে অজ্ঞ লোকদেরকে আমার বিরুদ্ধে এমনভাবে প্ররোচিত করা হয়েছে যে, তারা আমার জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার কেমন ছিল তিনি বর্ণনা করছেন। এক রাতে আমি জঙ্গলে বের হলাম কিবলা মুখী হয়ে হাত বেঁধে দাঁড়ালাম এবং নিজের মত করে সাইয়্যেদনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানসপটে সম্বোধন করে নিবেদন করলাম, হুযূর! এই সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে সাহায্য ও পথপ্রদর্শনের কোন বিধান বাতলে দিন। আর আমি প্রার্থনা ও দোয়া এমন আকুতি-মিনতী ও বিগলিত চিত্তে করি এবং কেঁদে কেঁদে আপন অবস্থা ও আসন্ন বিপদের কথা উল্লেখ করলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার আহাজারী শুনলেন। এখানে আমি স্পষ্ট করে দিচ্ছি, এটি শির্কের কোন ব্যাপার ছিল না, যেমনটি পীর-ফকীরের সামনে গিয়ে চাওয়া হয়, সেজদা করা হয় অথবা তাদের দোহাই দেয়া হয়। যাহোক এটি তাঁর নিজস্ব রীতি ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও কল্পনায় এনেছেন যেন আল্লাহ্ তা'লা অত্যাচার হতে রক্ষা করেন। এটি স্পষ্ট করছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে চাওয়া হচ্ছিল না, আল্লাহ্ তা'লার কাছেই চাওয়া হচ্ছিল। আর তার 'আল্লাহ্ আমার আহাজারী শুনেছেন' বাক্যটি এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে। তিনি এটি বলেন নি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে রেখেছি আর তিনি শুনেছেন। যেমন সাধাণরত পীর-ফকীরদের কবরে গিয়ে করা হয়। এরপর তারা বলে, আমার উমুক পীর সাহেব কথা শুনেছেন এবং আমাকে উমুক জিনিস দান করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমার আহাজারী একং কান্না শুনেছেন। যাহোক এমন চিন্তা নিয়েই ঘুমিয়ে গেলাম। স্বপ্নে দেখি, বিরুদ্ধবাদীরা আমার ঘর চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে এবং চতুর্দিক থেকে আওয়াজ আসছে, এ ব্যক্তিকে এখন প্রাণে মেরে ফেল। ঠিক তখনই সাইয়্যেদনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার সামনে প্রকাশিত হলেন এবং তাঁর পবিত্র হাতে আমার বাহু ধরে

আমার মুখ আকাশের দিকে ঘুরিয়ে বললেন, আকাশের দিকে উড়ে চলে যাও। অতঃপর হুযূরের পবিত্র করণ শক্তির মাধ্যমে আমার মত ডানাহীন মানুষ আকাশের দিকে চলে গেলাম। বিরুদ্ধবাদীরা তাদের পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলো। তখন আনন্দে আমারঘুম ভেঙ্গে গেল এবং দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো, সত্য সত্যই সাইয়্যেদেনা হযরত আকদাস খোদা তা'লার একজন পবিত্র ও সত্যবাদী রসূল। পরবর্তী সকালে যখন বিরুদ্ধবাদীরা আবার আমার চতুর্পার্শ্বে সমবেত হল তখন আমি তাদেরকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি, আল্লাহ্ তা'লা তার ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে আমাকে সেই শক্তি দান করেছেন, তোমরা যদি করাত দিয়ে আমার শরীর দ্বিখন্ডিত করে ফেল তবুও আমার এই হৃদয় ও মুখ এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না । তিনি বলেন, পরদিন (দ্বিতীয়) রাতে আবার স্বপ্নে দেখি, পুলিশ আমার বাড়ি ঘিরে রেখেছে। এই শত্রুতার অবসান হচ্ছিল না প্রতিদিনই কোন না কোন সমাবেশ তাঁর বিরুদ্ধে হচ্ছিল। আর পুলিশ বলছে, জনগণের হাত থেকে এই ব্যক্তি রেহাই পেয়েছে ঠিকই কিন্তু সে যেহেতু একধরনের নৈরাজ্য ও অশান্তি সৃষ্টি করে রেখেছে এখন প্রশাসন এটিকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দমন করবে। যদি সে বিরত না হয় তাহলে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। পুলিশের এ আক্রমণ ও ঘেরাও এর কারণে বিচলিত হয়ে পড়ি। কিন্তু হঠাৎ গতরাতের ন্যায় আমার নেতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার সামনে প্রকাশিত হলেন আর আগের মতই অত্যন্ত স্নেহের সাথে আমার হাত দু'টো ধরেন তারপর আমার মুখ আকাশের দিকে ঘুরিয়ে বলেন, আকাশ পানে উড়ে চলে যাও। কাজেই আমি গতকালের ন্যায় মাটি থেকে আকাশের পানে উড়তে লাগলাম এবং পুলিশের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেলাম।

অতএব উভয় স্বপ্ন আমার ঈমানকে লৌহকিলকের মত দৃঢ় এবং পাথরের ন্যায় মজবুত হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা এভাবে আমার অন্তরে প্রোথিত হয়ে গেল যে, তা কাটলেও কাটবে না আর ভাঙ্গতে চাইলেও ভাঙ্গবে না। এই বিশ্বাসকে কেউ চাইলে না তো কাটতে পারবে আর নাই ভাঙ্গতে পারবে। আলহামদুলিল্লাহ্ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্, তিনি বলেন, এর ফলে আমার মনে এমন এক উদ্দীপনা ও আকাঙ্খার সৃষ্টি হলো যে, আল্লাহ্র প্রেরিত এ মহাপুরুষের দর্শন লাভ করি। অতএব আমি হুযূর (আ.)-এর সমীপে পত্র লিখলাম, প্রতি উত্তরে হুযূর (আ.) লিখেন, আব্দুল হাদী তুমি দ্রুত কাদিয়ান চলে আসো, আল্লাহ্ তা'লা এভাবে ঈমানকে সুদৃঢ় করেন। এরূপ ঘটনা আজও অনেকে লিখে থাকেন। তাদের ভেতরও আল্লাহ্ তা'লা অনুরূপ (ঈমান ও উদ্দীপনা) সৃষ্টি করে দেন।

হযরত আমীর খাঁন সাহেব নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন। আমি বয়আত করে যখন কাদিয়ান হতে নিজ গ্রাম "আহ্রানা"য় ফেরত আসি তখন মেহরাব খাঁন নামক এক ব্যক্তি আমার তীব্র বিরোধিতা আরম্ভ করে এবং গালমন্দ করার ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে যায়। সে (গ্রামের) নেতা গোছের লোক ছিল আর মনে করত আমি কিছু একটা হনুরে। কিছুটা লেখাপড়া জানার কারণে চরম অহংকারী ছিল এবং সবজান্তা হবার দাবী করত, প্রতিটি বিষয়ে নিজেকে বিজ্ঞ মনে করতো। আমি (তার এ ব্যবহারে) ধৈর্য ধারণ করলাম। এক সময় তার পরিবার প্লেগে আক্রান্ত হয় আর এত বড় ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসে যে, কয়েক দিনের ভেতর তার পুত্রবধু, ভাবী এবং একমাত্র ছেলে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ঘরে রান্নাবান্না করার মতোও কেউ বাকী রইল না। তার এক মেয়ে যার নিকটবর্তী এক গ্রামে বিয়ে হয়েছিল তার ঘরে গিয়ে খাবার খেতো। কিন্তু মেয়ের শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে খাবার খাওয়া তার কাছে মৃত্যু তুল্য ছিলো। উল্লেখিত মাহতাব খাঁনের বয়স তখন ৬০ বছরের বেশি ছিলো। তার স্থাবর সম্পত্তি একরের চেয়ে ও কম ছিল। একদিন ফজরের নামাযের পর আমি মসজিদে বসে কুরআন পড়ছিলাম। সে আমার কাছে এসে বলল, তুমি দেখছো আমার কি অবস্থা? কাবার দিকে হাত তুলে বলতে লাগলো, **'মির্যা সাহেবের সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই'**। এই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হবার পর এটি তার মনে পড়লো।

সাহাবাদের ঈমানী দৃঢ়তার কয়েকটি ঘটনা বললাম, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যে জামাত দান করেছেন সে জামাত আজও দৃঢ়তা ও ধৈর্য ধারণের অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখায়। আমার কাছে চিঠি-পত্র আসে এবং অনেকের সাথে সাক্ষাত হয় সে সময় তারা তাদের ঘটনাবলী শোনায়। এমন দৃষ্টান্ত যেখানে পুরুষরা স্থাপন করছেন সেক্ষেত্রে মহিলারাও পিছিয়ে নেই। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে সাহাবাদের মধ্যে যে পবিত্র চিন্তাচেতনা সৃষ্টি হয়েছিল আল্লাহ্ তা'লা এখনো তা বজায় রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা সেসব সাহাবার পদমর্যাদা আরো উন্নীত করুন যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করেছিলেন এবং ধৈর্যের উপর অবিচল ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের বংশধরদেরও সেই দৃঢ়তা দান করুন। তাদেরও ঈমানের ক্ষেত্রে দৃঢ় ও অবিচল রাখুন যারা আজকের যুগে গ্রহণ করছেন এবং আমাদের মাঝে রয়েছেন এবং যারা ভবিষ্যতে অন্তর্ভূক্ত হবেন।

ধৈর্য ও অবিচলতা ছাড়াও অলৌকিকভাবে আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক সাহাবাদের সুরক্ষা এবং তাঁদের সাথে আল্লাহ্ তা'লার যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল এ রকম আরো কিছু উদাহরণ আমি তুলে ধরছি, যা নিঃসন্দেহে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করার কারণ হবে।

হযরত মির্যা বরকত আলী সাহেব বর্ণনা করেছেন, এ অধম ৪ঠা এপ্রিল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে কাংড়া জেলার ভাগসুতে'র ধরমশালা নামক স্থানে একটি ঘরের নীচে চাপা পড়েন এবং বহু কষ্টে তাকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বাবু গোলাব দ্বীন সাহেব ওভারশিয়ার পেনশার যিনি তখন সেখানে সাব ডিভিশন অফিসার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি এখনো শিয়ালকোটে জীবিত আছেন। এ ঘটনার দু' এক মাস পূর্বে যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই মহা ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (অর্থাৎ ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে এ ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) করেছিলেন) তখন আমি স্বয়ং কাদিয়ান দারুল আমানে উপস্থিত ছিলাম। আমি হুযূর কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি নিয়ে ধর্মশালার ছাউনীতে পৌঁছাই। সে বিজ্ঞপ্তি আমি বেশ ক'জন লোকের মাঝে বন্টনও করেছিলাম। যেহেতু আমি সেখানে কেরানীর কাজ করতাম এবং চাকরী অস্থায়ী হওয়ার সুবাদে যথেষ্ট অবকাশ পেতাম, তাই আমি প্রায়ই সেখানে সাহাবী মির্যা রহীম বেগ সাহেব আহমদীর সাথেও সাক্ষাত করতে যেতাম। উক্ত মির্যা সাহেব মোঘলদের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তার অন্য ভাই আহমদী ছিল না। শুধু তাঁর স্ত্রী-সন্তান তাঁর সাথে আহমদী হয়েছিলেন, বাকী সকল আত্মীয়-স্বজন তাঁর তীব্র বিরোধিতা করতো। যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন তারা রক্ষা পান। অন্য কতক আহমদীও যারা বিভিন্ন স্থান থেকে সেখানে পৌঁছেছিলেন বা সেখানে থাকতেন, তারা সবাই এ ভূমিকম্পের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছেন। এমনকি আমার ধারণা অনুযায়ী এ ভূমিকম্পে সেখানকার নব্বই শতাংশ লোক মারা যায়। এরূপ ভয়াবহ ভূমিকম্পে আমাদের সব আহমদীদের বেঁচে যাওয়া এক মহা নিদর্শন ছিল বৈ-কি। এর পূর্ণ বিবরণ যদি লিপিবদ্ধ করি তবে প্রত্যেক সত্যানুসন্ধানী আহমদীদের স্বপক্ষে খোদা তা'লার সাহায্য দেখতে পাবেন। অর্থাৎ যে সত্য জানতে চায়, এ ভূমিকম্পের বর্ণনা শুনে অবশ্যই সে অনুধাবন করবে যে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন আহমদীদের সাথে রয়েছে। তিনি বলেন, আমার পরিবারবর্গ, গোলাব খাঁন সাহেবের পরিবারবর্গ এবং মিস্ত্রী আল্লাহ্ বখ্শ সাহেব শিয়ালকোটী এবং তাঁর সাথে গোলাম মোহাম্মদ মিস্ত্রী এবং অন্যান্য আহমদী বন্ধুদের এ ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা পাবার ক্ষেত্রে যে প্রাকৃতিক উপকরণাদী প্রকাশিত হয়, তাতে প্রত্যেকের বেলায় পৃথক পৃথক নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়। বিশেষভাবে মিস্ত্রী ইলাহী বখ্শ সাহেবের সেখান থেকে একদিন পূর্বে হঠাৎ করে অন্যত্র যাত্রা করা এবং কিছুদিন পূর্বে সেখান থেকে আমার পরিবারের দেশে ফেরা এবং ভূমিকম্পের পূর্বে কতিপয় বন্ধুর দোকান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা এবং ভূমিকম্পে চাপা পড়ে বিস্ময়করভাবে উদ্ধার পাওয়া, এসব কিছুই নিদর্শন স্বরূপ ছিল। আর আমার ইচ্ছা এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখে আপনার কাছে প্রেরণ করব। কিন্তু

আপাততঃ সংক্ষিপ্তাকারে সেসব স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে। জানিনা তিনি পরে লিখেছেন কিনা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের প্রেক্ষিতে যে বিষয়টি সামনে আসে তাহলো, ভূমিকম্পের কিছুদিন পর খাকসার কাদিয়ানে যখন হুযূরের সাথে সাক্ষাত করতে আসে হুযূর তখন বেহেশতী মাকবেরার সাথে সন্নিবেসিত বাগানে আম গাছের ছায়ায় তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁবুর ভেতর থাকতেন। যখন খাকসার হুযূরের সাথে সাক্ষাত করলাম, তখন হুযূর আমার সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। যেমন আপনি ঘরের নিচে চাপা পড়েও কীভাবে জীবিত বেড়িয়ে আসলেন। তাই এই অধম হুযূরের সমীপে নিবেদন করলাম, আমাকে আহমদী মিস্ত্রী আল্লাহ্ বখ্শ সাহেবের চারপাই (খাট) রক্ষা করেছে। যা একটা ভারি দেয়ালকে নিজের উপর উঠিয়ে রেখেছিল। যারফলে আমি বোঝার তলে চাপা পড়িনি। এভাবে হুযূর আহমদীদের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন আর আমি সব বন্ধুর সুরক্ষিত থাকার বিষয়ে স্বাক্ষ্য প্রদান করলাম অথচ হুযূর (আ.)-এর পূর্বেই বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিয়েছিলেন, ভূমিকম্পে আমাদের জামাতের একজন লোকও মারা যায়নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হুযূর (আ.) খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এই সংবাদ পেয়েছিলেন। কেননা আমার পূর্বে কোন আহমদী ধরমশালা থেকে হুযূরের নিকট পৌঁছেনি। ধরমশালা থেকে কোন আহমদীও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আসেনি আর প্রথম আহমদী তিনিই এসেছিলেন তাঁর নিকট থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুরো বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে অবগত হয়েছেন। অথচ কোন আহমদীর এই ভূমিকম্পে কোন ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি বলে হুযূর পূর্বে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলছেন, অতএব হুযূরের এই অধমের সাথে সাক্ষাত কাংড়ার ভূমিকম্পের পরই হয়েছে। হুযূর এ ঘটনায় আহমদীদের প্রাণে বেঁচে যাওয়াকে একটি নিদর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বিশেষ করে আমার ভূমিকম্পে চাঁপা পড়া সত্ত্বেও বেঁচে যাওয়া একটি নিদর্শন ছিল যা লিখিতভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। কল্যাণমন্ডিত তারাই যারা জাজ্বল্যমান নিদর্শন থেকে শিক্ষা লাভ করে এবং খোদা তা'লার মহাপুরুষের প্রতি ঈমান আনে।

হযরত চৌধুরী আব্দুল হাকীম সাহেব বর্ণনা করেন, হঠাৎ মৌলভী বদরুদ্দিন সাহেবের সাথে সাক্ষাত হয় যিনি শহরের একটা প্রাইমারী স্কুলের প্রধান ছিলেন। তিনি আমাকে আল্ হাকাম পত্রিকা পড়তে দিলেন। আমার মনে আছে, আল্ হাকাম পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'খোদা তা'লার তাজা ওহী এবং যুগ ইমামের পবিত্র বাণী' এই দু'শিরোনামে লিখা হত। প্রথম পৃষ্ঠায় এই দু'টি বিষয় থাকতো। তিনি বলছেন, আমি এটা পড়তাম আর আমার হৃদয়ে এমন ভালবাসার আকর্ষণ সৃষ্টি হতো যে, তাৎক্ষণিক ভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে গিয়ে উপস্থিত হবার বাসনা জাগত। আমি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হলাম আর আহলে হাদীসের মৌলভীদের বিভ্রান্তি ও প্ররোচনা সত্ত্বেও আমি অল্প দিনের মধ্যেই আহমদীয়াত গ্রহণ করি। মৌলভী বদরুদ্দীন সাহেব আমাকে দ্রুত কাদিয়ানে যাবার পরামর্শ দেন। আর আমার সাথে আর এক আহলে হাদীস মৌলভী ও প্রস্তুতি নিলো। তিনি আহলে হাদীস মৌলভী, মৌলভী সুতলান মাহমুদ সাহেবের একনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। তিনি লিখছেন, ঐ সময় আমার বেতন ছিল পনের রূপী আর আমি অস্বচ্ছল ছিলাম। আমি ছুটি নিলাম। যেহেতু আমার রেলওয়ের পাসেরও অধিকার ছিল না, তাই আমি আমার আরেক বন্ধু সহ অমৃতসরের টিকেট নিলাম। কেননা আমাদের নিকট কাদিয়ান যাবার পুরো ভাড়া ছিল না। অমৃতসরে পৌঁছে আমাদের টিকেট শেষ হয়ে যায়। আর আমাদের বাটালাগামী গাড়িতে আরোহন করার কথা ছিল। কিন্তু আমাদের কাছে ছিল শুধুমাত্র আটআনা তাই আমরা ভিড়কে পর্যন্ত যাবার জন্য দু' আনার টিকেট নিলাম আর গাড়িতে আরোহন করলাম। ভিড়কে স্টেশনে যখন পৌঁছলাম তখন আমাদের টিকেট শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আমরা নামলাম না আর গাড়ি চলতে লাগলো। যখন অপর স্টেশনের উদ্দেশ্যে গাড়ি চলছিল তখন রেলওয়ের এক কর্মকর্তা টিকেট চেকিং করতে আসলো। আর সব যাত্রীর টিকেট দেখা শুরু করলো। যেহেতু আমাদের টিকেট ছিল আগের স্টেশন পর্যন্ত আর আমাদের কাছে কোন টাকাও ছিল না। আমরা দু'জন অপমান-অপদস্ত হবার ভয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ও বিচলিত ছিলাম। আল্লাহ্র আঁচল ধরা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না।

আমরা দু'জন মিলে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দোয়া করলাম, আমরা তোমার সত্য মসীহ্‌র নিকট যাচ্ছি, আমাদের কাছে কিছুই নেই; তুমি তোমার প্রিয় প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র খাতিরে আমাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখো আর আমাদেরকে অপমান অপদস্থ হওয়া থেকে রক্ষা কর। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া কবুল করলেন। রেলওয়ের কর্মচারী আমাদের নিকট টিকিট চাইল তখন আমাদের কাছে পূর্বের ষ্টেশনের যে টিকেট ছিল তা তাকে দিয়ে দিলাম। আমার খুব ভাল ভাবে স্মরণ আছে, তিনি সেই টিকেটটি খুব ভালভাবে চেক করে আমাকে ফেরত দিয়েছেন কিন্তু আমাদেরকে কিছুই বলেন নি এবং অন্য বগীতে চলে যান। এটি আমাদের জন্য একটি অলৌকিক নিদর্শন ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সত্য এবং পবিত্র মসীহ্‌র জন্য আমাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখলেন। আর আমাদেরকে লজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। এই ঘটনাটি আমাদের জন্য ঈমানের দৃঢ়তার কারণ হয়। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা আমাদের নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায়। বাটালা থেকে আমরা কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওনা হই আর যোহরের নামাযের সময় কাদিয়ান দারুল আমান পৌঁছে যাই।

হযরত আল্লাহ্ দেত্তা হেডমাস্টার সাহেব বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সহস্র মৃত্যু এবং বিপদাবলী থেকে অসাধারণভাবে রক্ষা করেছেন। আমি সাপ ধরেছি, সাপ মাড়িয়েছি এবং সাপ আমার উপর উঠেছে কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অল্পের জন্য রক্ষা করেছেন।

হযরত মাস্টার ওধাভে খাঁন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, অমৃতসরের ঘটনা। একবার এখানে প্লেগ মহামারী আকার ধারণ করল। একদিন আমি স্কুল থেকে ঘরে আসি তখন আমার স্ত্রী দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন আমাদের ঘরে মরা ইঁদুর পাওয়া গেছে। আর এ কারণে তিনি ভীতি প্রকাশ করলেন। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললাম, চিন্তা করো না আমাদের জামাত প্লেগ থেকে নিরাপদ থাকবে আর কোন ভয় নেই। এরপর আমি ঝাড়ু দিয়ে ঘর পরিষ্কার করি। দ্বিতীয় দিন পুনরায় অনুরূপ ঘটনা ঘটল এবং ইঁদুরের সাথে অনেক পোকা মাকড়ও ছিল। আমি পুনরায় তা পরিষ্কার করলাম এবং স্ত্রীকে এ বলে সান্ত্বনা দিলাম যে, কোন চিন্তা করো না। আমাদের জামাত এথেকে নিরাপদ থাকবে। তৃতীয় বা চতুর্থ দিন পর রাত ১২টার পর আমার স্ত্রী আমাকে বললেন আমার শরীরে ফোড়া বের হয়েছে। অর্থাৎ প্লেগের ফোড়া বের হয়েছে। আমি তাকে দৃঢ়তার সাথে আশ্বস্ত করলাম, শঙ্কিত হবে না। আমি সকালেই হুযূরের কাছে দোয়ার জন্য চিঠি লিখবো। অতএব আমি সকালেই চিঠি লিখলাম। আমার মনে আছে, সেই চিঠি কাদিয়ানে পৌঁছার পূর্বেই প্লেগের ফোড়া মিশে গেল। ফোড়া মিশে গেল আর আমার স্ত্রী একেবারেই সুস্থ হয়ে গেলেন। এভাবেই পুনরায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন আমার এক বছর বয়স্ক ছেলে আব্দুল করীমের প্লেগের ফোড়া বের হলো। আমি পুনরায় হুযূরের খিদমতে দোয়ার জন্য চিঠি লিখলাম এবং পরিবারের সবাইকে দৃঢ়তার সাথে আশ্বস্ত করলাম। অতঃপর সেই ফোড়াও আপনা-আপনি মিশে গেল। সে সময় প্লেগ রোগ এত ভয়ানক আকার ধারণ করেছিল, প্রতিদিন দু'আড়াই শত মানুষ এ রোগের আক্রমনে মারা যেতো। আর এ মৃত্যুর কথা প্রতিদিন কমিটির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হতো। এ বিষয়ে এটি স্পষ্ট করতে চাই, যখন প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। হয়তো তাদের কাছে তা পৌঁছেনি অথবা তারা সেটি সঠিকভাবে বুঝে নি। নতুবা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে যে নির্দেশই আসতো সাহাবারা তাৎক্ষণিকভাবে তা মানার চেষ্টা করতেন। হতে পারে সেই নির্দেশ আসতে হয়ত বিলম্ব হয়েছে অথবা এটি পরের ঘটনা হবে বা পূর্বের। যাহোক এটি নিঃসন্দেহে তাঁর ঈমানের দৃঢ়তা ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ঈমানকেও দৃঢ় করেছেন আর স্ত্রী সন্তানদের ঈমানকেও মজবুত করেছেন। যখন প্রতিটি এলাকায় প্রতিটি স্থানে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সে সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন তাহলো, **'আমার নির্দেশ হচ্ছে, লাহোরের বন্ধুগণ বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দিন। যাদের বাড়ীতে ইঁদুর মরবে এবং যাদের নিকটবর্তী কেউ অসুস্থ হবে তাৎক্ষণিকভাবে সেই বাড়ী ছেড়ে দেয়া**

উচিত'। তারা ধরে নিয়েছেন, এই নির্দেশ শুধু লাহেরের জন্য ছিল কিন্তু এটি একটি সাধারণ নির্দেশ ছিল। মহামারী আকারে যেসব রোগ দেখা দেয় এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া উচিত। তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, **'তাৎক্ষণিকভাবে বাড়ী ঘর ছেড়ে দেয়া উচিত এবং শহর ছেড়ে বাহিরে খোলা মাঠে চলে যাওয়া উচিত। খোদা তা'লার নির্দেশ, তাই বাহ্যিক উপকরণকে অবহেলা করা উচিত নয়। প্লেগ হোক আর না হোক ময়লা, ঘিঞ্জি ও অন্ধকার গৃহে এমনিতেই থাকা নিষেধ। সব ধরনের নোংরামী পরিহার উচিত। কাপড় চোপড়, স্থান ও শরীর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার, পবিত্র রাখা দরকার এবং দোয়া ও ইস্তেগফারে রত থাকা উচিত। এগুলো আবশ্যকীয় বিষয়'**। পরে আবার বলেন, **'হযরত উমর (রা.)-এর যুগেও প্লেগ হয়েছিল। এক জায়গায় মুসলমানদের সৈন্যদল গিয়েছিল সেখানে ভয়াবহ প্লেগ দেখা দেয়। যখন মদীনা শরীফে আমীরুল মু'মিনীনের কাছে সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি লিখিত নির্দেশ পাঠালেন, এই জায়গা ছেড়ে কোন উঁচু পাহাড়ে চলে যাও। অতএব এভাবে সৈন্যদল রক্ষা পেল। সে সময় এক ব্যক্তি আপত্তিও করল, আপনি কি খোদা তা'লার নিয়তি থেকে পলায়ন করছেন। তিনি বলেন, আমি খোদা তা'লার এক তকদির থেকে আর এক তকদিরের দিকে যাচ্ছি। এমন কি কোন বিষয় আছে যা খোদা তা'লার বিধানের বাহিরে? অতএব এটি হল সাধারণ দিক-নির্দেশনা। জেনে বুঝে নিজেকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়া উচিত নয়'**। অতঃপর এও বলেন, **'আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দু'টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দু'টি ওয়াদাই আল্লাহ্ তা'লা ওহীর মাধ্যমে করেছেন। প্রথমতঃ এই গৃহে যারা বসবাস করবে তিনি তাদেরকে প্লেগ থেকে রক্ষা করবেন যেভাবে তিনি বলেছেন, "ইন্নি উহাফিযু কুল্লা মান ফিদ্দার" তাঁর দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি আমাদের জামাত সম্পর্কে,** الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (সূরা আল্ আন'আম:৮৩)। **অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে অন্যায়ে কলুষিত করেনি, এদেরই জন্য রয়েছে নিরাপত্তা। আর এরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। এখানে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, জামাতের সেসব লোককে রক্ষা করা হবে যারা পরিপূর্ণভাবে আমাদের দিক নির্দেশনা মেনে চলবে এবং তাদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ দোষত্রুটি এবং নিজেদের সংশোধন করবে। আর প্রবৃত্তির সহজাত মন্দ প্রবণতার দিকে ঝুঁকবে না। অনেক এমন লোক রয়েছে যারা বয়আত করে ঠিকই কিন্তু তারা কর্মের সংশোধন করে না। শুধু হাতে হাত দিয়ে লাভ কি? খোদা তা'লা অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত অবগত রয়েছেন'**।

কাজেই এ হল সে দু'টি বিষয় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে যার প্রতিশ্রুতি ছিল। প্রত্যেক ধরনের সমস্যা, বিপদাবলী, প্রত্যেক ধরনের মহামারী থেকে বাঁচার জন্য প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের ঈমানের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার, আমরা ঈমানে পরিপূর্ণতা লাভের জন্য কতটুকু চেষ্টা করেছি?

হযরত মৌলভী সুফী আতা মুহাম্মদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমার জন্য সাক্ষাত করা কঠিন ছিল [অর্থাৎ তাঁর অবস্থার কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করা দুরূহ ছিল] কেননা ছুটি পাওয়া যেত না। ঘটনাক্রমে পত্রিকায় পড়েছি যে, হযরত আকদাস জেহলাম আসছেন। আমার অবশ্য জেহলাম যাওয়ারও অনুমতি হবে না কিন্তু আমি খুবই অস্থির ছিলাম। আমি পরিবার পরিজনকে বললাম, আগামীকাল রবিবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জেহলাম আসছেন। আমি সেখানে যাচ্ছি তোমরা কাউকে বলবে না। সময় খুব সংকীর্ণ ছিল আর স্টেশন ছিল তিন মাইল দূরে। রাস্তা ছিল পাহাড়ী আর সময় ছিল রাত, যেখানে দিনের বেলাতেই যাতায়াতের জন্য পথটি ছিল দুর্গম। আমি খোদা তা'লার উপর ভরসা করে যাত্রা শুরু করলাম। যখন স্টেশনে পৌঁছলাম তখন গাড়ী ছাড়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। টিকিট নিলাম জেহলাম পৌঁছলাম এবং হুযূরের সাথে সাক্ষাত করলাম।

হযরত মওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব বর্ণনা করেন, আমি সে সময় টগবগে যুবক ছিলাম। কপুর থলায় এক রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম, আমি একটি হাতির নিচে চাপা পড়েছি আর সেটির পেট আমার উপর। যখন সকাল হল তখন আব্দুল মজীদ খাঁন সাহেব আমাকে বলেন, আজ বিয়াস নদীতে বন্যা এসেছে আমরা ভ্রমণ

ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে নদী দেখতে সেখানে হাতির পিঠে চড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত, আপনিও আমাদের সাথে চলুন। আমি বললাম, আমি যেতে পারব না আর এর কারণ হচ্ছে, আজ রাতে আমি একটি অত্যন্ত ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখেছি, আমি হাতির নিচে চাপা পড়েছি। কিন্তু তিনি এ স্বপ্ন শুনেও উপর্যুপরি চাপ দিতে থাকেন আর আমি বার বার অস্বীকার করতে থাকি। কেননা আমার হৃদয়ে এ স্বপ্নের যথেষ্ট অপ্রীতিকর ও ভীতিপ্রদ প্রভাব বিরাজমান ছিল। আমি যখন খাঁন সাহেবের মুখে এ বাক্য শুনলাম যে, হাতিতে চড়ে নদীতে যাব তখন হাতির নাম শুনে আমার হৃদয়ে সে স্বপ্নের প্রভাব আরো গভীরভাবে অনূভুত হয়। এরপর আমি আরো দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করি আর (তাদের) সাথে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করি। তারপর আরো কয়েকজন বন্ধুও খাঁন সাহেবের সাথে যাবার জন্য জোর দিতে থাকেন। তাদের অত্যাধিক জোরাজুরির কারণে আমি ভাবলাম নিয়তি এটিই নির্ধারিত মনে হয়, যা ঘটার তাই ঘটবে। তখন আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের সাথে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। বন্ধুগণ কয়েকটি হাতি প্রস্তুত করলেন, তিন বা চারটি হাতি হবে যাতে বন্ধুরা চড়ে বসলেন। উল্লেখিত খাঁন সাহেব নিজের সাথে একটি হাতিতে আমাকেও বসালেন। নদীর তীরে পৌঁছলে ভাগ্য ও নিয়তি বাহ্যিক হাতির মাধ্যমে সেই ভীতপ্রদ স্বপ্ন প্রকাশ হতে দেয়নি বরং তা অন্য একটি রূপ ধারণ করল। আমরা যখন আমরা তীরে দাঁড়িয়ে নদীর দৃশ্য দেখছিলাম তখন এই প্রবল বন্যার মাঝে একজন যুবককে দেখলাম সে সেতুর উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পুলের তলা দিয়ে তীরের নিকটবর্তী স্তম্ভ ঘেষে (সেতুর তলায় বেশ কয়েকটি স্তম্ভ হয়ে থাকে) অপর প্রান্তে বেরিয়ে আসছে। আমিও সাঁতার জানতাম। আমি তাকে বললাম, ভাই! তুমি তো তীরের নিকটবর্তী স্তম্ভ অতিক্রম করছ, যদি তুমি দূরের স্তম্ভ অতিক্রম করে দেখাতে পার তবে তোমার দক্ষতা মানবো। সে বললো নদীতে প্রমত্ত ভাব বিরাজ করছে কেননা বন্যার সময়, তাই এ সময় সেতুর নীচ দিয়ে দূরের ফটক অতিক্রম করা অনেক কঠিন। আমি বললাম, সাঁতার জানলে আবার ভয় কিসের। সে জিজ্ঞেস করল আপনি সাঁতার জানেন কী? আমি বললাম হ্যাঁ জানি। তখন সে বলল, তা হলে আপনি অতিক্রম করে দেখান। আমি বললাম বেশ ভাল কথা, আমি মালকোচা মেরে দূরের স্তম্ভ দিয়ে অতিক্রম করার জন্য লাফ দিতে লাগলাম। প্রথম বার আমি পুলের তালা দিয়ে অনায়াসে চলে যাই দ্বিতীয় বার পুনরায় আরও দূর থেকে অতিক্রমের জন্য লাফ দেই আর ঘটনাচক্রে সেতুর উপর থেকে আমি লাফ দিয়ে যেখানে পড়ি সেটি ছিল বড় ধরনের পানির ঘূর্ণি এবং পাকের জায়গা। অর্থাৎ সে জায়গায় অনেক বড় ঘূর্ণি ছিল। এখানে পানি চাকার ন্যায় অনেক বড় আকারে পাক খাচ্ছিল। আমি লাফ দিতেই ঘূর্ণাবর্তে পড়ে যাই আর সেখান থেকে বের হবার সবার্ত্মক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। শেষে আমি ঘূর্ণির ভেতর পানির শক্তিশালী চাপের মাঝে চাপা পড়ি পড়ি, বাহ্যতঃ আমার পক্ষে উক্ত ঘূর্ণি থেকে বের হওয়া অসম্ভব ছিল। আমার মোকাবিলা করার সর্ব শক্তি ব্যর্থ দেখাচ্ছিল, আমার এমন মনে হল, এখন দু'তিন মিটিটের মধ্যেই আমার ভবলিলা সাঙ্গ হয়ে সবকিছুর অবসান ঘটবে। সে সময় যেসব বন্ধু সেতুর উপর থেকে আমার অবস্থা অবলোকন করছিলেন তারা চিৎকার করতে থাকলেন হায় পরিতাপ! মৌলভী সাহেব ঘূর্ণিতে আটকে মারা যাচ্ছেন। সে সময় নিয়তির লিখন এটিই মনে হছিল, বন্ধুগণ কান্নাকাটি ও চিৎকার ঠিকই করছিলেন, আমি ডুবে যাচ্ছি কিন্তু তাদের মাথায় এ বিষয়টি আসেনি যে, যদি তারা কেবল পাগড়ী খুলেই আমার দিকে ছুড়ে দিতেন তাহলেও কমপক্ষে পাগড়ীর একটি প্রান্ত ধরে আমি বাঁচার চেষ্টা করতে পারতাম। কিন্তু কারো মাথায় এ বুদ্ধি আসেনি। তখন আমার অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, জাগতিক উপকরণের দিক থেকে পরিস্থিতি নৈরাশ্যকর। এরূপ মনে হচ্ছিল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমার জীবনাবসান ঘটবে আর আমি শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছি। ততক্ষণে খোদার তকদীর ভিন্ন রূপ নেয়। উপকরণের স্রষ্টা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণে যার অনুমতি ও নির্দেশে খাকসার কপুরথলা সফরে গিয়েছিল, আমার নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য সম্পূর্ন নতুন একটি ঐশী শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। আর সেটা এভাবে ঘটে, আমি পানির যে ঘূর্ণিপাকে আটকে গিয়েছিলাম যাতে কখনো আমার মাথা পানির নীচে আবার কখনো পানির উপরে উঠে আসছিল

কখনো আমি পানির নীচে কখনো উপরে মাথা বের করছিলাম যা ঘটছিল তা সম্পূর্ণ আমার ক্ষমতার বাহিরে ছিল। পানি যখন প্রবল বেগ ও শক্তির সাথে আমার উপর প্রভুত্ব করছিল তখন হঠাৎ করে কোন শক্তিশালী হাত আমাকে সেই ঘূর্ণিপাকের কবল থেকে সজোরে এত দুরে নিক্ষেপ করে যে, নদীর তীরে একটি বড় বাবলা গাছের ডাল কেবল খোদার অলৌকিক সাহায্যে আমার হাতে আসে যার শাখা নদীর পাড় থেকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমি নিজেকে সামলে নিয়ে সেই ডালের সাহায্যে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে নীরবে বিশ্রাম নিলাম। অতঃপর কেবল পরম দয়ালু খোদার কৃপা ও দয়ায় আমি নিরাপদে তীরে পৌঁছাই। তখন আমার সম্মুখে সেই স্বপ্ন এবং তার ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তখন আমি বুঝতে পেরেছি, খোদার তকদীর স্বপ্নে হাতির নীচে চাপা পড়ার অর্থ অন্য কোন বিপদের আকারে প্রকাশ করে দেয়। সেই সফরে আমরা হাতির পিঠে চড়েই নদীর তীরে পৌঁছাই। কিন্তু স্বপ্নের ভীতিপ্রদ দিকটি হাতির স্থলে নদীর দুর্ঘটনার আকারে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আমার মনে হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণেই তাঁর অনুমতি ও নির্দেশের কপুরথলায় আগমন ও ধর্মের সেবায় তবলীগের কাজ করার ফলেই আমি মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছি। অন্যথায় উপায়-উপকরণের দিক থেকে অবস্থা সম্পূর্ণভাবে নৈরাশ্যকর ছিল।

এসব ঘটনায় সাহাবাদের ঈমানের চিত্র এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। হযরত মৌলবী সাহেব যেভাবে ঘটনা বর্ণনা করেছেন যদি কোন দুনিয়ার কীট হত তাহলে একে কাকতালীয় ঘটনা বলত, কাকতালীয়ভাবে নদী আমাকে বাহিরে নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু হযরত মৌলভী সাহেব ধর্মের জন্য সফর এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়াকে মুক্তির কারণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ হচ্ছে সেই ঈমানী অবস্থা যা আমাদের সবার মাঝে সৃষ্টি হওয়া চাই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সামর্থ্য দান করুন।